জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৮৪০

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০ / ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

পরিপত্র-১৫

বিষয় : **ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যবহার এবং সতর্কতামূলক ও গোপনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ**

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং আইন ও বিধিগত দিকগুলো মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়, সেই জন্য সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন।

২। **স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সঃ** ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে। এর জন্য একই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন নম্বর যুক্ত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স (ট্রান্সলুসেন্ট ব্যালট বাক্স) ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত হিসেবে ব্যালট বাক্স প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কোন ভোটকক্ষে একই সংগে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না।

৩। **ব্যালট বাক্স পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর অন্য একটি ব্যালট বাক্স প্রদানঃ** ভোটগ্রহণের এক পর্যায়ে কোন ভোটকক্ষে যদি কোন ব্যালট বাক্স পূর্ণ হয়ে যায় বা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য তা আর ব্যবহার করা না যায়, তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স তার নিজের স্বাক্ষর ও সিলমোহর দ্বারা এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টদের মধ্যে যারা ইচ্ছুক তাদের সিলমোহর বা দস্তখত দ্বারা সিল করে দিবেন এবং বাক্সকে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখবেন। অতঃপর ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে ভোটকক্ষে যে পদ্ধতিতে ব্যালট বাক্স দিতে হয় সেই পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পুনরায় একটি নতুন ব্যালট বাক্স ব্যবহার করবেন।

৪। **ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সিলমোহর ও স্বাক্ষর প্রদানঃ** ভোটারের পরিচয় সনাক্তকরণের পর প্রকৃত ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের সময় ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় **গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২** এর অনুচ্ছেদ ৩১ এর দফা (২)(ঘ)-এর বিধান অনুসারে অফিসিয়াল সিল দ্বারা ছাপ এবং স্বাক্ষর দিয়ে ভোটারকে ব্যালট পেপার হস্তান্তর করতে হবে।

৫। **ভোটচিহ্ন প্রদান সিলমোহরে স্ট্যাম্প প্যাডের কালি লাগাবার পদ্ধতিঃ** যে সিল (মার্কিং সিল) দ্বারা ব্যালট পেপার ভোটচিহ্ন দিতে হবে, সেই সিলটি স্ট্যাম্প প্যাডের কালি লাগাবার পর তাতে অধিক কালি লেগেছে কিনা তা ভোটারকে পরীক্ষা করে নিতে পরামর্শ দিবেন। মার্কিং সিলে স্ট্যাম্প প্যাডের কালি অধিক পরিমাণ লাগলে তা প্রথমে কেবলমাত্র সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে রক্ষিত সাদা বা অব্যবহৃতব্য অন্য কোন কাগজে ছাপ দিয়ে কালির অবস্থা পরীক্ষা করে মার্কিং প্লেসে ব্যালট পেপারের নির্দিষ্ট স্থানে ছাপ দেয়ার জন্য প্রত্যেক ভোটারকে অবশ্যই পরামর্শ দিতে হবে। স্ট্যাম্প প্যাডটিতে কালির প্রকৃত অবস্থা মাঝে মাঝে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার পরীক্ষা করে দেখবেন।

৬। **বিভিন্ন ধরনের সিলের ব্যবহারঃ** ভোটগ্রহণের জন্য রাবারের মার্কিং সিল ও অফিসিয়াল সিল সঠিক ও ব্যবহার যোগ্য কিনা তা ব্যবহার করে যাচাই করতে হবে।

৭। **ভোটার তালিকা যাচাইকরণঃ** যে ভোটকেন্দ্রের এবং ভোটকক্ষের জন্য যে ভোটার তালিকা ব্যবহার করা হবে তা উক্ত কেন্দ্রের অথবা কক্ষের জন্য প্রযোজ্য কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করতে হবে।

৮। **ভোটকক্ষে ভোটারদের ক্রমিক নম্বর প্রদর্শনঃ** ভোটারদের যাতে হয়রানির শিকার না হয় এবং সহজেই তাদের ভোটকেন্দ্র সনাক্ত করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ভোটকেন্দ্র সম্পর্কে পূর্বেই ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটগ্রহণের দিন ভোটকক্ষ সনাক্তকরণের সুবিধার্থে ভোটকক্ষের প্রবেশ পথে ভোটারদের ভোটার সংখ্যার ক্রমিক নম্বর প্রদর্শন করে একটি বিবরণী সেঁটে দিতে হবে।

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

৯। **ভোটদানের জন্য মার্কিং প্লেস স্থাপনঃ** ব্যালট পেপারে ভোটচিহ্ন প্রদানের জন্য যেখানে মার্কিং প্লেস নির্ধারণ করা হবে সে স্থানের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। মার্কিং প্লেস যাতে কোন জানালার পাশে স্থাপন না করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি তা একান্তই সম্ভব না হয়, তবে ভোটদানের জন্য মার্কিং প্লেসের আশে পাশে জানালা থাকলে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে অথবা উক্ত মার্কিং প্লেসের আশে পাশের দেয়াল, বেড়া, বেষ্টনী ভগ্ন/ভাঙ্গা বা উন্মুক্ত থাকলে তা এমনভাবে বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে কেউ ভোটদানের সময় কোনক্রমেই দেখতে না পায় বা কোন ইঙ্গিত করার সুযোগ না পায়।

১০। **একটি কক্ষে একাধিক ভোটকক্ষ না করাঃ** ভোটকেন্দ্র হিসেবে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের একটি কক্ষের মধ্যে একাধিক ভোটকক্ষ স্থাপন করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। কারণ তাতে ভোটারদের নির্ধারিত ভোটকক্ষে ভোটদানে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং ফলস্বরুপ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। যদি কোন প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্রের পরিসর এবং ফলস্বরূপ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের একাধিক ভোটকক্ষে স্থাপন করা হয় তা হলে প্রত্যেক ভোটকক্ষের অবস্থান বা এলাকা সুনির্দিষ্টভাবে চট বা চাটাই অথবা অন্য কোন বস্ত্ত দিয়ে বেস্টনী তৈরি করতে হবে যাতে এক ভোটকক্ষ হতে অন্য ভোটকক্ষের মধ্যে যাতায়াত করা না যায় বা কথাবার্তার আদান প্রদান করা সম্ভব না হয়।

১১। **ভোটকন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাঃ** প্রতিটি ভোটকন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভোটগ্রহণের শেষ পর্যায়ে এবং ভোট গ্রহণের সময় আলোর স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। প্রতিবিধান স্বরূপ ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১২। **সুশৃংখলভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থাকরণঃ** ভোটগ্রহণের দিন অপরাহ্নের দিকে বেশী সংখ্যক ভোটার ভোটদানের জন্য জমায়েত হতে পারেন। শেষ মুহূর্তে যাতে এরুপ ভোটারগণ সুশৃংখলভাবে ভোট দিতে পারেন, তার জন্য কর্মরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। **নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপনঃ** কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার পক্ষে কেহ ক্যাম্প করতে পারবে না।

১৪। **ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দীর মধ্যে নির্বাচনি প্রচারণার উদ্দেশ্যে পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণঃ** ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত ৪০০ গজ চৌহদ্দীর মধ্যে -

(অ) নির্বাচনি প্রচারণার উদ্দেশ্যে পোস্টার, হ্যান্ডবিল বা উক্তরূপ কোন প্রকার প্রচারপত্র থাকলে তা ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই সরিয়ে ফেলতে হবে;

(আ) কেহ ভোটের জন্য ক্যানভাস না করতে পারেন বা কাকেও ভোটদানের জন্য উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করতে না পারেন সেই দিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

১৫। **ভোটগ্রহণ শুরুঃ** ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ **সকাল ৮-০০** টায় শুরু করতে হবে। কোন ক্রমেই বিলম্বে ভোটগ্রহণ শুরু করা যাবে না।

১৬। **ভোটারদের বহনের জন্য প্রার্থীর যানবাহন ব্যবহার না করাঃ** প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট এবং সমর্থকগণ যাতে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনয়নের জন্য কোন প্রকার যানবাহন ব্যবহার করতে না পারেন অথবা আচরণ বিধিমালা অনুসরণ করেন সে বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের করণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলো উল্লেখ করে সতর্ক করে দিতে হবে। অন্যথায় আচরণ বিধিমালা ভংগের দায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত ব্যবস্থাবলী যাতে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

২৬/১২/২০২৩

মোঃ আতিয়ার রহমান
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ...ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৮৪০

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০ / ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিডএ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৯. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১০. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৪. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. আঞ্চলিকনির্বাচনকর্মকর্তা, ... (সকল)
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা[এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
১৭. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২২. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৩. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৯. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার..... (সকল)
৩০. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)
৩১. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২৬/১২/২০২৩

মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com